গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১২ - ১৮ মার্চ, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড স্ট্যালিন স্মরণে

২১ ডিসেম্বর, ১৮৭৯ — ৫ মার্চ, ১৯৫৩

আমি জানি, পার্টি সদস্যদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁরা সাধারণত সমালোচনা, বিশেষত আত্মসমালোচনা পছন্দ করেন না। এইসব সদস্য যাঁদের আমার 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্ট বলতে ইচ্ছা হয়, তাঁরা প্রায়ই আত্মসমালোচনার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে যেন বলতে চান, আবার সেই অভিশপ্ত আত্মসমালোচনা, আবার আমাদের ব্যর্থতার ছিদ্রান্বেষণ—আমরা কি শান্তিতে বাস করতে পারব না? নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ সব 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্টরা আমাদের পার্টির ভাবাদর্শ, বলশেভিক মানসিকতা— এসবের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেশ, যাঁরা এ রকম মনোভাব নিয়ে চলেন, আত্ম-সমালোচনাকে কখনও উৎসাহের সঙ্গে যাঁরা অভিনন্দন জানাতে পারেন না, তাঁদের কাছে কি এই প্রশ্ন রাখা যায়— আমাদের কি আত্মসমালোচনা প্রয়োজন? কেন আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হয়? কী এর মূল্য?

কমরেডস, আমি মনে করি, বাতাস অথবা জলের মতোই আমাদের কাছে আত্মসমালোচনা দরকারি। আমি মনে করি, আত্মসমালোচনা ছাড়া আমাদের পার্টি এগোতেই পারে না, আমাদের দুষ্ট ক্ষতগুলিকে উন্মোচিত করতে পারে না, ত্রুটিগুলিকে দূর করতে পারে না। এবং আমাদের যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে, তা খোলা মনে সততার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত।

জে ভি স্ট্যালিন

মস্কোর কর্মীসভায় প্রদত্ত সম্পর্কিত বক্তব্য, ১৯২৮

কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

৪ মার্চ সকালে সল্টলেক কমিউনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভায় জনজোয়ার

স্মরণসভার মঞ্চে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

৩ মার্চ ২০১০। প্রকৃতই অভূতপূর্ব এক জনসমাবেশের সাক্ষী হয়ে রইল কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক, মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জীর স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এদিন আয়োজন করেছিল স্মরণ সভার। নির্ধারিত সময় ছিল বিকাল ৩ টা। কর্মীরা আগের দিন রাত জেগে সাজিয়ে তুলেছিলেন ভিতরের মঞ্চ থেকে বাইরের প্রাঙ্গণটিকে। বেলা ১২টা থেকেই গ্যালারির আসনগুলি ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে থাকে। বেলা বাড়তেই শুরু হয় জনজোয়ার। শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেলা আড়াইটা নাগাদ বিশাল একটি মিছিল যখন স্টেডিয়ামে ঢুকল ততক্ষণে ভিতরের গ্যালারি আর নিচে মঞ্চের সামনের আসনগুলো সবই প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। ফলে মঞ্চের পিছনের দিকের গ্যালারিতে, দেখার অসুবিধা নিয়েই বসতে হল অনেককে। তখনও বহু মানুষ বাইরে। শান্ত ভাবে তাঁরা আসন করে নিলেন হলের বাইরে রাখা মাইক ও টিভির পর্দার সামনে। হলে ঢোকার মূল দরজার একপাশে ছিল কমরেড নীহার মুখার্জীর বিভিন্ন সময়ের কিছু ছবির প্রদর্শনী। হলের বাইরের দরজা পেরিয়ে ঢুকতেই রাখা ছিল কমরেড নীহার মুখার্জীর একটি বড় প্রতিকৃতি, সেখানেও মানুষের দীর্ঘ লাইন। একে একে তাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছেন প্রিয় নেতাকে।

স্টেডিয়ামের ভিতরে তখন তিল ধারণের স্থান নেই। মাল্যদান শুরু হয়ে গিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং গণ সংগঠনগুলির সর্বভারতীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ একে একে মাল্যদান করে গেলেন। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ, অথচ কোথাও শৃঙ্খলার সামান্য অভাবও নেই। পরিবেশের গাম্ভীর্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাও মানুষ নিচু স্বরে সেরে নিচ্ছেন। জনসমাগমের বিশালতার মধ্যেও এমন শৃঙ্খলা বহু মানুষকেই মুগ্ধ করেছে। শিল্পী-সাহিত্যিক-চিকিৎসক-আইনজীবী-শিক্ষক-অধ্যাপক প্রমুখ সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশের যাঁরাই এদিন সভায় শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন তাঁদের সকলেরই চোখে মুখে ছিল বিস্ময় ও মুগ্ধতার অভিব্যক্তি, অনেকে বলেও গিয়েছেন সে কথা। আর এস পি, সি পি আই-এম, মার্কসবাদী ফ. ব্লক, পি ডি এস, বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধিরাও এসে মাল্যদান করেছেন, কয়েকটি রাজনৈতিক দল আসতে পারেনি আমন্ত্রণের চিঠি দেওয়ার প্রশ্নে আমাদের দলের তরফে অনিচ্ছাকৃত দুঃখজনক ত্রুটি ঘটে যাওয়ার জন্য।

পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে সভাপতি করে সভা শুরুর পর দলের সঙ্গীতগোষ্ঠীর আবেগঘন কণ্ঠে কমরেড নীহার মুখার্জীর উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনা অনেকের চোখেই জল এনে দেয়। একে একে মাল্যদান করে প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড অনিল সেন, কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। হলের শেষপ্রান্ত থেকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে এল কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের ৯০ জন স্বেচ্ছাসেবক, প্রিয় নেতার ৯০ বছর বয়সের স্মারকস্বরূপ নব্বইটি অর্ধনমিত রক্ত পতাকা হাতে। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে তারা বিপ্লবী অভিবাদন জ্ঞাপন করল প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আজীবন সহযোদ্ধা, দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রথমে ইংরেজিতে পড়ে শোনালেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, হিন্দিতে কমরেড সত্যবান এবং বাংলায় পড়ে শোনালেন কমরেড মানিক মুখার্জী। সমগ্র ইনডোর স্টেডিয়াম এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রিয় নেতার বিপ্লবী স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালো। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, রাশিয়া, ফিলিপিনস, ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তরফে পাঠানো শোকবার্তাগুলিও কমরেড মানিক মুখার্জী পড়ে শোনালেন।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বক্তব্য রাখলেন। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী সভাপতি ভাষণে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। 'মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম' ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে স্মরণ সভার সমাপ্তি ঘোষিত হল।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য সহযোদ্ধা প্রিয় সাধারণ সম্পাদক

কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আজীবন সহযোদ্ধা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী দীর্ঘদিন কঠিন রোগে চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তাঁর মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারে না যে, কমরেড নীহার মুখার্জী মাত্র ১৩ বছর বয়সে পরিবার-ঘর-ক্যারিয়ার সবকিছু পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ধারার সংগঠন অনুশীলন সমিতির একজন কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এই অনুশীলন সমিতিতেই কৈশোরে কমরেড শিবদাস ঘোষও যুক্ত হন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাঁরা উভয়েই গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। অনুশীলন সমিতিতে থাকাকালেই কমরেড নীহার মুখার্জী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। সিপিআই সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে না ওঠায় বিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করে লেনিনীয় মডেলে যথার্থ সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার যে গুরুদায়িত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, শুরু থেকেই সেই সুকঠোর সংগ্রামে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে এবং তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা রূপে তিনি এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্পূর্ণ সামাজিক পরিচিতিহীন ও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় বিশাল ভারতবর্ষে, শুধুমাত্র আদর্শের প্রতি অবিচল দৃঢ়তা এবং সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন করার সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে সঠিক সাম্যবাদী দল গঠনের সেই অবিশ্বাস্য এবং দুঃসাহসিক সংগ্রামের শুরুর দিনগুলিতে চূড়ান্ত অভাব-অনটনের মধ্যে সমস্ত দিক খেয়ালে রেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ নেতাদের জীবনরক্ষা ও দলের প্রাত্যহিক কাজকর্ম চালানো সহজ কাজ ছিল না। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য নিয়ে এই কঠিন কাজটি করার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কমরেড নীহার মুখার্জী রেখে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটি তা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারে না যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে তৎকালীন সি পি আই সহ সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও চাহিদাকে বাস্তবায়িত করতে কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। সেদিনের সেই উদ্যোগের ফলেই পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয় এবং প্রবল শক্তিশালী গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যুক্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বহুবার তাঁকে কারারুদ্ধও হতে হয়। এই প্রক্রিয়াতেই কমরেড নীহার মুখার্জী বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯৭৬ সালের ৫ই আগস্ট প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের অকস্মাৎ অকালপ্রয়াণ বজ্রপাতের মতো যখন সমগ্র পার্টিকে শোকস্তব্ধ করে দেয় ও গভীর শূন্যতাবোধের জন্ম দেয়, সেই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড শিবদাস ঘোষের আজীবন সহযোদ্ধা কমরেড নীহার মুখার্জীকে, নিজস্ব সংগ্রাম ও গুণাবলীর ফলেই দলের সকল নেতা ও কর্মীর কাছে প্রশ্নাতীতভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের স্বাভাবিক উত্তরসূরী হিসাবে যাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তাঁকেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন করে। তিনিও সমগ্র দলের প্রয়োজনে এবং সকলের ইচ্ছায় সেই সুকঠিন দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন। জীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির ওপর ভিত্তি করে যেভাবে পার্টিকে এক মানুষের মতো দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সেদিন কমরেড নীহার মুখার্জী সমগ্র পার্টির সেই ইস্পাতকঠিন ঐক্য রক্ষা করেছেন শুধু নয়, গভীরতম শোক ও হৃদয়াবেগকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন, মহান নেতার অপূরিত বিপ্লবী স্বপ্নকে পূরণ করার শপথে উজ্জীবিত করে সমগ্র পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই প্রক্রিয়াতেই দলের অভ্যন্তরে যৌথ নেতৃত্বের ব্যক্তিকৃত ও বিশেষীকৃতরূপে তিনি আবির্ভূত হন। কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সেই অসামান্য অবদান স্মরণ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি স্মরণ না করে পারে না যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাধারার ক্রমাগত চর্চা এবং উন্নত থেকে উন্নততর উপলব্ধির জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। সমগ্র দলকে সেই সংগ্রামে নিয়োজিত করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি ভোটসর্বস্বতার পাঁকে ডুবে গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করায় ১৯৭৫ সালে জীবনের শেষ ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আইয়ের একক শক্তিতেই প্রয়োজনে গণআন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য নেতা-কর্মীদের যে উদাত্ত আহ্বান জানান, তাঁর জীবনাবসানের পর কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে পার্টি সেই আহ্বান বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এরই ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যান্য রাজ্যেও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করে একের পর এক জনস্বার্থে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করার পথে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জনগণের হৃদয়ে বামপন্থী গণআন্দোলনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি রূপে স্থান

করে নিয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পার্টি এবং পার্টি পরিচালিত গণসংগঠনগুলি ক্রমশ বিস্তারলাভ এবং শক্তিশালী হতে থাকে। পার্টির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'কমসোমল' যাকে পরম যত্নে গড়ে তুলেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁরই চিন্তার ভিত্তিতে তার আদর্শগত ভিত্তি ও সাংগঠনিক ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে যে, আদর্শগত কেন্দ্রিকতা অর্জনের উপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার লেনিনীয় নীতি অনুযায়ী এস ইউ সি আইয়ের যে সাংগঠনিক কাঠামো পার্টির প্রথম কনভেনশনের মধ্য দিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, ১৯৮৮ সালে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বেই পার্টির সর্বভারতীয় প্রথম কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে তা সাংবিধানিক রূপ পায়।পার্টির ঐতিহাসিক প্রথম কংগ্রেস কমরেড নীহার মুখার্জীর সুযোগ্য নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত, পরিচালিত ও সমস্ত দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে যে, 'ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস শোধনবাদের সিংহদুয়ার খুলে দেয়' বলে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও শিক্ষাকে রেখে গিয়েছেন, সেই শিক্ষা ও বিশ্লেষণকে অনুসরণ করে কমরেড নীহার মুখার্জী সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচভের দ্বারা প্রবর্তিত 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাস্তনস্ত'কে সঠিকভাবেই প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদী পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং সর্বপ্রকার শোধনবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত পথে মতবাদিক সংগ্রাম তীব্রতর করার জরুরি আহ্বান উর্ধ্বে তুলে ধরেন। শুধু এদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও যেসব সৎ কমিউনিস্টরা 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্তের' স্লোগানে বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন, কমরেড নীহার মুখার্জীর বিশ্লেষণ তাঁদেরকেও সঠিক চেতনা দিতে ও পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। বলাবাহুল্য ১৯৯০ সালে গরবাচেভ-ইয়েলতসিনের দ্বারা সংগঠিত প্রতিবিপ্লব তাঁর সতর্কবাণী কত অভ্রান্ত ছিল তা প্রমাণ করে। সেই সময়েই তাঁর নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের প্রতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড স্ট্যালিনের চিন্তার যথার্থ উপলব্ধি ঘটিয়ে নতুন করে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে পুনরায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানায়।

কেন্দ্রীয় কমিটি আরও স্মরণ করছে যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম মহান নেতা ও শিক্ষক মাও সে তুঙের জীবনাবসানের অব্যবহিত পরেই চীনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত শোধনবাদী তেং শিয়াও পিং চক্র চীনে পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং পরবর্তী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আধুনিক শোধনবাদী অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির চর্চা নগ্নভাবেই চালায়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে চীনেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ঐ সময় কমরেড শিবদাস ঘোষের 'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামক নিবন্ধের বিশ্লেষণ ধারাকে সামনে রেখে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে পরিচালিত এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে চীনে উপযুক্ত বিপ্লবী প্রতিরোধ গড়ে না ওঠায় অবশেষে ২০০৪ সালে চীনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাংবিধানিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চীনে প্রতিবিপ্লব সম্পূর্ণ হয় ও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চীনে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতাকে আহ্বান জানায়।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ না করে পারে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে কার্যকরী বাধাস্বরূপ কাজ করছিল, ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর তার অবলুপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালে পার্টির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ করছে যে, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্লেনামে সিদ্ধান্ত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গঠন করে, যার মধ্যে প্রকৃত কমিউনিস্টরা কোর হিসাবে কাজ করবে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গঠন করা হবে। সেই অনুযায়ী কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে এস ইউ সি আই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করে এবং এই কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই ফলে সর্বপ্রথমে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরাম এবং পরবর্তী সময়ে ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গড়ে ওঠে। কমরেড নীহার মুখার্জীর দূরদৃষ্টি প্রসূত এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্টদের মধ্যে সংযোগ, সমন্বয় ও মতের আদানপ্রদানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের দেশে দেশে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা সম্বলিত রচনাবলী পৌঁছে দেওয়া সহজতর হয়েছে, যার প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ ক্রমশ সুদৃঢ় হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির দৃঢ় অভিমত, কমরেড নীহার মুখার্জীর এই বলিষ্ঠ ও সময়োচিত প্রচেষ্টা তাঁর একটি অসামান্য ও অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারে না যে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উপর বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে যে গুরুদায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে ন্যস্ত হয়েছে তা পালনের জন্য মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশিত পথে সকল রকমের বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নেতা-কর্মীদের মুক্ত করা এবং সর্বস্তরে যৌথ চিন্তা, যৌথ কর্মপদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে বডি ফাংশানিং চালু রাখার উদ্দেশ্যে কমরেড নীহার মুখার্জী 'পার্টি ও পার্টির গণসংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবন ও সংহতিকরণ' আহ্বান দিয়ে দলের অভ্যন্তরে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই, তিনি নিজে অসুস্থতার কারণে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, তাঁরই নেতৃত্বে ও নির্দেশে ২০০৯ সালে সাফল্যের সঙ্গে দলের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় সঠিকভাবে দল পরিচালনার পথে কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁর আলোচনা ও লেখার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অন্তর্নিহিত

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড নীহার মুখার্জী সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের এক মহান চরিত্র

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

গভীর বেদনা এবং শোকার্ত হৃদয়ে আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক এ যুগের সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের এক মহান চরিত্র কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর অসাধারণ বিপ্লবী সংগ্রামের কিছু অধ্যায় স্মরণ করার উদ্দেশ্যে যাতে আগামী দিনের সংগ্রামে আমরা পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। আমরা যারা মঞ্চে আছি সকলেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দলে যুক্ত হয়েছি। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের গভীর সান্নিধ্য, বৈপ্লবিক শিক্ষা ও ভালবাসা যেমন পেয়েছি, পাশাপাশি কমরেড নীহার মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছি। ফলে তাঁর স্মরণসভায় আমাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই কিছু বলা খুব কঠিন (কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে আসে)। আমাদের দল একটা পরিবার — এ কথা আপনারা অনেকেই জানেন। কোনও রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই ভারতের বহু রাজ্যে বহু বিপ্লবীকে নিয়ে গভীর স্নেহ-মমতাময় এই পরিবার গড়ে উঠেছে। মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর এই পরিবারেরই সবচেয়ে বড় অভিভাবক ছিলেন তিনি। ফলে এই অভাব, এই মৃত্যু আমাদের কাছে একটা বিরাট আঘাত (কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে আসে)।

আপনারা জানেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতিজনিত সংকটের সম্মুখীন হয়ে সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এ দেশের মাটিতে মার্কসবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে খুব কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে এই দলটি গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগ্রামে কমরেড নীহার মুখার্জী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ অনুগামী। কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক ভূমিকা, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর জ্ঞান ও চরিত্রের ব্যাপ্তি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতের মাটিতে যিনি প্রথম বুঝেছিলেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কমরেড নীহার মুখার্জী। তাঁর এই ভূমিকা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা, শিক্ষা ও জীবন সংগ্রাম থেকে আলাদা করে কমরেড নীহার মুখার্জীকে বিচার করা যায় না। পাঁচের দশকের প্রথম দিকের একটা ঘটনা মনে পড়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে আমাদের সকলেরই খোলামেলা কথাবার্তা আলোচনা হত। এ বিষয়ে আমাদের দলে কোনও ফর্মালিটির ব্যাপার ছিল না। একদিন আমি দলের কোনও কোনও নেতা সম্পর্কে আমার ধারণা বলছিলাম, উনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কমরেড নীহার মুখার্জী সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? আমি বলেছিলাম, আপনার থেকে আলাদা করে ওনাকে চেনার উপায় নেই। তিনি বলেছিলেন, তুমি এখন ইমম্যাচিওরড, না বুঝেই ঠিক কথা বলছ, বড় হয়ে একথার সঠিক তাৎপর্য যখন বুঝবে তখন এই দলটাকেও তুমি যথার্থ চিনতে পারবে। পরবর্তীকালে বুঝেছি, কেন শিবদাস ঘোষ এ কথাটা বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, বিপ্লবী সংগ্রাম ও দলের সাথে কমরেড নীহার মুখার্জী একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জী প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের আর একটি মন্তব্যও মনে পড়ছে। কমরেড মুখার্জীর পারকিনসন রোগের জন্য হাত কাঁপত। এটা উল্লেখ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এমনিতে ওনার হাত কাঁপে, কিন্তু বিপ্লবী দলের স্বার্থে আগুনে হাত দিতে হলে ওনার হাত কাঁপবে না। এই একটি কথার দ্বারা বোঝা যায় কমরেড শিবদাস ঘোষও কমরেড নীহার

মুখার্জীকে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ও কমরেড নীহার মুখার্জীর বিপ্লবী জীবনের সূচনা ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায়ে, যখন স্বদেশসেবায়, দেশাত্মবোধে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষে একটা প্রবল জোয়ার চলছিল। সেই সময় সমাজের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মূলত আপসমুখী মানবতাবাদী ধারার প্রভাব বেশি থাকলেও পাশাপাশি বিকল্প হিসাবে বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদের যে পতাকা শরৎচন্দ্র ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, তার প্রভাবও ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গান্ধীবাদী আপসমুখী সংস্কারপন্থী আন্দোলনের বিকল্প হিসাবে মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রভাব ছিল। এই বিপ্লববাদের আকর্ষণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত অবিভক্ত বাংলায় কিশোর-তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, দেশসেবা কথার কথা নয়, দেশসেবা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। দেশের জন্য যে অকাতরে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে, সেই একমাত্র দেশসেবক। ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, অর্থ-নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা নেই; একদিকে দেশ, আরেক দিকে দেশসেবক, মাঝখানে যার আর কিছু নেই — সেই তো একমাত্র দেশসেবক হতে পারে। সেই যুগে এ সব আহ্বান, ক্ষুদিরাম সহ শহিদদের আত্মাহুতির আবেদন, নেতাজির উদাত্ত আহ্বান বাংলার কৈশোরের ঘুম ভাঙিয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ ও কমরেড নীহার মুখার্জী দু'জনেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে প্রায় একই সময়ে, কমরেড নীহার মুখার্জী ১৯৩৩ সালে এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৩৬ সালে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির ভলান্টিয়ার হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অনুশীলন সমিতিতেই উভয়ের পরিচয়, যোগাযোগ। এই যোগাযোগও একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কমরেড নীহার মুখার্জী ঢাকা শহরে কাজ করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ ঢাকার পার্শ্ববর্তী পশ্চিমদি গ্রামে কাজ করতেন। কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছে শুনেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বিশেষ আচরণ তাঁকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাতের একটি ঘটনায় অনুশীলন সমিতির একজন কর্মী ঐ বিরোধী গোষ্ঠী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিল। কমরেড নীহার মুখার্জী বলেছিলেন, ঢাকার পরিবেশে ওখানকার কুট্টি সম্প্রদায়ের মুখে এই ধরনের ভাষা শুনতে শুনতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাদের খারাপ কিছু স্ট্রাইকই করেনি। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আমরা বিপ্লবীরা এমনকী বিরোধী শক্তির সম্পর্কেও এ ধরনের অশালীন মন্তব্য করতে পারি না। কিশোর বয়সেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্কৃতির এই সুরটাই সর্বপ্রথম কমরেড নীহার মুখার্জীকে আকৃষ্ট করে। এখানে, রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভেই কমরেড শিবদাস ঘোষের ভিতরকার উচ্চ সংস্কৃতির সুরটি আমরা পাই, যেটার প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জীর আকর্ষণের মানসিকতাও পাই। পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু মূল্যবান আলোচনায় বলেছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান। তিনি বলেছিলেন, যে কোনও বড় আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্তা থাকে তার উন্নত সংস্কৃতি ও চরিত্রের মানের মধ্যে, এ যুগে মার্কসবাদ হচ্ছে মহত্তম আদর্শ, এই আদর্শেরও অন্তর্নিহিত সত্তা আছে উন্নত সংস্কৃতির মধ্যে। আরও বলেছিলেন, মার্কসবাদে যদি উন্নত সংস্কৃতির সন্ধান না পেতাম, তাহলে আমি মার্কসবাদী আন্দোলনে আসতাম না। আপনারা জানেন, তাঁর এই শিক্ষার ভিত্তিতেই চরিত্র-নৈতিকতার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই এবং এটা আমাদের দলে একটা জীবন্ত সংগ্রাম হিসাবে চলছে।

এভাবেই কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই যুগে মূলত গ্রামে ও কমরেড নীহার মুখার্জী ঢাকা শহরে আলাদাভাবে কাজ করছিলেন। ঢাকাতে নানা মিটিং-মিছিলে, ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক ধর্মঘটে ভলান্টিয়ার নিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী ও কমরেড শিবদাস ঘোষ সাহায্য করতে যেতেন। সুভাষ বোস এসেছেন ঢাকায়, দু'জনে ভলান্টিয়ার নিয়ে এসেছেন। এভাবে নানা প্রোগ্রামে উভয়ের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের পর আর পড়াশুনা করেননি, দেশের জন্য অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ছেড়ে দিলেন। অভাবী পরিবারের সন্তান হয়েও ঘর ছেড়ে দিলেন। অথচ পিতামাতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ ছিল। কিন্তু তিনি বলতেন, ঘরে ঘরে বাবা-মা কাঁদছে, আমি সকলেরই সন্তান, সকলের চোখের জল মোছানোই আমার কাজ। কমরেড শিবদাস ঘোষ গভীরভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের বইপত্র পড়তেন, বড় মানুষদের জীবনী পড়তেন, বিশেষভাবে শরৎ সাহিত্যের প্রতি তাঁর খুবই আকর্ষণ ছিল। শরৎচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রগুলি, বিশেষ করে 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্র থেকে তিনি শিক্ষা নিতেন। এ সব ঘটনা এবং তাঁর নিষ্ঠা, সত্য জানার ও জীবনে প্রয়োগের জন্য নিরন্তর সাধনা, সাংগঠনিক দক্ষতা লক্ষ করছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। এগুলির মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জীর ধীরে ধীরে আকর্ষণ গড়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে কমরেড নীহার মুখার্জী ঢাকায় ছাত্রনেতা হিসাবে সামনে এসেছেন। তিনি যখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি, তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ও ছাত্রদের নানা দাবিতে আন্দোলন করায় তাঁকে ১৯৪০ সালে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর বিরুদ্ধে গোটা ঢাকা শহরে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় কয়েকদিন ধরে। তখন কংগ্রেস নেতারা নেতাজির দাদা, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শরৎ বসুকে নিয়ে যান মীমাংসার জন্য। তাঁর মধ্যস্থতায় কমরেড নীহার মুখার্জীর উপর থেকে বহিষ্কার দণ্ড প্রত্যাহার করা হয়।

ইতিমধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষকে ১৯৪০ সালে অনুশীলন সমিতির নেতারা কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন সংগঠনের কাজকর্ম দেখার জন্য। এরপর ১৯৪১ সালে কমরেড নীহার মুখার্জীকে নেতারা পাঠান কলকাতায় কমরেড শিবদাস ঘোষকে সাহায্য করার জন্য। এভাবে একসাথে কাজ করতে করতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সালের দিকে ঢাকা থাকাকালীনই অনুশীলন সমিতির একটি অংশ মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেন, ঢাকার নর্থব্রুক হলে কিছু বাছাই কর্মীদের নিয়ে ক্লাস করা হত, তাঁদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও কমরেড নীহার মুখার্জী ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন ডঃ নীহাররঞ্জন মজুমদার কমরেড শিবদাস ঘোষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন '৪২-এর 'কুইট ইন্ডিয়া' মুভমেন্টকে ভিত্তি করে কলকাতায় একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার এসব জায়গাগুলি যাতে দখল করা যায়। তিনি অস্ত্রশস্ত্র সহ সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ অনুশীলন সমিতির অনুমতি নিয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর প্রস্তুতিতে তিনি কমরেড নীহার মুখার্জীকে ছাত্রদের অর্গানাইজ করার দায়িত্ব দেন। এই প্রস্তুতি পর্বে দু'জনই ১৯৪২ সালে ধরা পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পথে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ এনে 'ওয়ার্ড স্ট্রিট কনস্পিরেসি' নামে একটা মামলা রুজু করা হয়। মামলা চলাকালীন একজন দেশপ্রেমিক আইনজীবী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ থেকে তাঁদের রক্ষা করেন। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তাঁদের তিন বছরের কারাদণ্ড হয়।

তাঁদের ক্ষেত্রে ১৯৪২ সাল থেকে '৪৫ সাল— এই কারাজীবনের সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময়ে জেলে থাকাকালীন কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন, মার্কসবাদ — এসব নিয়ে চর্চায় আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে এই প্রশ্নটা খুবই বিচলিত করছিল যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা মার্কসবাদী বলে পরিচিত আরও বড় বড় পার্টিগুলি কেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারল না? কেন বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি আপসকামী গান্ধীবাদীরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করতে পারল, যেখানে সর্বস্ব দিয়ে, প্রাণ দিয়ে লড়েছে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা? এই দলগুলির নেতাদের পড়াশুনা, মার্কসবাদ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, সততা, নিষ্ঠা এবং ত্যাগকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এগুলি নিয়ে তিনি কোনও প্রশ্ন তোলেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঘটতে পারল কী করে? কেন ভারতবর্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকল্প একটা সর্বহারা নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারল না, যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারল না— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ঐ কারাগার জীবনে তাঁর কাছে ধরা পড়ে যে, এঁরা মার্কসবাদী বইপত্র অনেক পড়াশুনা করলেও দল গঠনে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেননি। কারণ, মার্কসবাদের যথার্থ উপলব্ধি এঁদের ছিল না। তিনি লক্ষ করেন, যেখানে মার্কসবাদ নিছক একটা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দর্শন নয়, প্রকৃতপক্ষে একটা জীবনদর্শন, ব্যক্তিগত-পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা সহ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করার দর্শন, সেখানে এদেশে যাঁরা প্রথমে মার্কসবাদী আন্দোলনের উদ্যোগ নেন, মার্কসবাদকে তাঁরা অনেকটা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেই নিয়েছিলেন, বাস্তবে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেননি। মহান লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী দল ও বিপ্লব হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করলেন যে, লেনিনের এই শিক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে, এই বিপ্লবী তত্ত্ব শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, দলের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয়, এ হচ্ছে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে জড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সংযোজিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে জড়িয়ে বিপ্লবী তত্ত্ব চাই। রাশিয়ায় আর এস ডি এল পি-র মধ্যে যখন বিতর্ক চলছে কীভাবে বিপ্লবী দল গড়তে হবে, তখন লেনিন বলেছিলেন, কিছু প্রতিনিধি বসে প্রস্তাব

চারের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, বিপ্লবী সংগ্রাম ও দলের সাথে কমরেড নীহার মুখার্জী একাত্ম ছিলেন

তিনের পাতার পর

নিলেই পার্টি হয় না, একটা ঘোষণাপত্রের দ্বারাও পার্টি হয় না। সেজন্য প্রথমেই দরকার ইউনিটি অফ আইডিয়া, চিন্তার ঐক্য গড়ার জন্য একটা আদর্শগত সংগ্রাম। লেনিন বলেছিলেন, কোথায় কার সাথে কী মতপার্থক্য সেগুলি উদ্‌ঘাটন করে তা নিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলা চাই, এ নাহলে কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে না। একেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও ব্যাখ্যা করে বললেন, আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ মার্কসবাদকে ভিত্তি করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে পরিচালনা করে তার ভিত্তিতে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলা, আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ ঘটানো। লেনিন বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সর্বহারাশ্রেণীর দলের সংগঠনগুলির ঐক্য গড়ে ওঠে ও রক্ষিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ একে ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলা এবং এরই ভিত্তিতে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে তুলতে হবে। লেনিনের শিক্ষাকে তিনি আরও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলেন, উন্নত করলেন। লেনিন বলেছিলেন, সর্বহারা গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার সংমিশ্রণই হচ্ছে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের পথেই সর্বহারা গণতন্ত্র আসে, আদর্শগত কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা হলেই একমাত্র বলা যাবে, সর্বহারা গণতন্ত্র কাজ করছে। লেনিন বলেছিলেন, দলের সকল নেতা-কর্মীদের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, যে যৌথ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা একটি কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তা একমাত্র তখনই প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যাবে যখন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে জীবনের সমস্ত প্রশ্নে আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে দলের সর্বোচ্চ স্তরের কোনও নেতার মধ্য দিয়ে যৌথ চিন্তার বিশেষীকরণ ঘটবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনিই দলের সকল নেতার নেতা, দলের অথরিটি হিসাবে বিবেচিত হবেন।

সর্বহারা গণতন্ত্র সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গণতন্ত্রের ধারণা দু'রকম। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রা, অর্থাৎ যা ব্যক্তিবাদকে প্রতিফলিত করে। এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ফর্মাল রূপ থাকলেও বাস্তবে এই গণতন্ত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তি কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে। মালিক-শ্রমিক, ব্যুরোক্রেসি-পিপল, বাস্তবে এরই প্রতিফলন ঘটে। তাই এটা ফর্মাল ডেমোক্রেসি। অপরটা হল, সর্বহারা গণতন্ত্র যেটা উৎপাদনের যৌথ মালিকানা এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা, অর্থাৎ যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করে। আমরা কমিউনিস্টরা লড়ছি যৌথ সামাজিক মালিকানার জন্য, এখান থেকে যৌথ চিন্তা এবং সর্বহারা গণতন্ত্রের ধারণা আসছে। এটাই সর্বহারা গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির ভিত্তি। এইসব প্রশ্ন নিয়ে জেলজীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষ তীব্র আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ, সেই সময়ে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে একটা বিকল্প মার্কসবাদী দল গঠনের উদ্যোগ চলছিল, যেটা পরে আর এস পি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, অনুশীলন সমিতির নাম পাল্টে বা সাইনবোর্ড পাল্টে দিলেই তা একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল হয়ে যেতে পারে না। এতদিন আমরা চর্চা করেছি পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ, এখন আমরা মার্কসবাদকে ভিত্তি করে সর্বহারা বিপ্লববাদের নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ জন্য মার্কসবাদকে ভিত্তি করে দল গঠনের আগে আদর্শগত সংগ্রাম চাই, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে ওয়ান প্রসেস অফ থিংকিং, ইউনিফর্মিটি অফ থিংকিং, ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ, সিংগলনেস অফ পারপাস গড়ে তুলতে হবে, যেটাই হচ্ছে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ। এর আগে দল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। লেনিন বলেছেন যে, 'socialist theory is not completed and inviolable, it has merely laid down the cornerstone of the science, it is to be developed in all directions if we are to keep pace with life.' লেনিনের এই ঐতিহাসিক উক্তির যথার্থ তাৎপর্য কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদকে দর্শনে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিপ্লবী তত্ত্বে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ক্রমাগত বিকশিত, সম্প্রসারিত ও উন্নত করতে হবে। তাই তিনি এ দেশের বুকে বেদ-বেদান্ত, গান্ধীবাদ প্রভৃতি সকল ভাববাদী ও বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে কেন ভারতে মার্কসবাদই একমাত্র মুক্তির হাতিয়ার, তা আদর্শগতভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন দল গঠনের পর্যায়ে। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নানা প্রশ্নে মার্কসবাদকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছিলেন। লেনিনের আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার তাৎপর্যও তিনি সেই সময়ে বুঝেছিলেন, সেটা হচ্ছে, আন্তর্জাতিকতাবাদ মানে অন্য দেশের বিপ্লবী লাইনকে হুবহু অনুকরণ করা নয়, অন্ধের মতো মেনে নেওয়া নয়, ক্রিটিক্যালি বিচার করতে হবে, জেনারেল লাইনকে বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। লেনিন বলেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি থাকবে, এই ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করে কমরেড ঘোষ বললেন, দলে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশনের পথে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি উন্নত হবে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সমাজপ্রগতির পরিপূরক। তখন সমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনে সামন্ততান্ত্রিক অ্যাবসোলিউট মালিকানাকে ভেঙে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, এই অর্থে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তাকে ভিত্তি করে ব্যক্তির অধিকার, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদও সেদিন সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনের যুগেও এই মূল্যবোধ আপেক্ষিক ভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, কিন্তু এখন পুঁজিবাদের সংকটের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের যুগ। পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা সর্বক্ষেত্রেই প্রগতিবিরোধী চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে সমাজপ্রগতির একমাত্র পথ। ফলে এ যুগে পুঁজিবাদ-সৃষ্ট ব্যক্তিবাদও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতার জন্ম দিচ্ছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারণা আজ সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার সংগ্রামের হাতিয়ারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েছে। ফলে ব্যক্তিবাদ আজ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে, সর্বহারা বিপ্লবের পথে ঘোরতর বাধা। তাই তিনি বললেন, এ যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে একজন বিপ্লবীকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে একাত্ম হতে হবে, এর মধ্য দিয়েই আসবে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র, যিনি নির্দ্বিধায়, নিঃশর্তে ও আনন্দের সাথে ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু সর্বহারা শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের স্বার্থে বিসর্জন দিতে সক্ষম হবেন। এঁদের মধ্যে থেকেই আসবে দলের উচ্চস্তরের নেতারা। জেলের মধ্যে এই তত্ত্বগত আলোচনা এবং আদর্শগত সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষকে তাঁর শিক্ষক ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন। এটাও একটা অতি উজ্জ্বল শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে কমরেড নীহার মুখার্জী ছিলেন সহকর্মী, আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিণত হলেন তাঁর নেতা ও শিক্ষকে। কমরেড নীহার মুখার্জী রাজনীতিতে ও বয়সে তিন বছরের সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু নির্দ্বিধায় কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্ব

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের পরই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কমরেড নীহার মুখার্জীর নাম

স্মরণসভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

আজ এই স্মরণসভায় যেসব কথা মনে পড়ছে, তার কিছু আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী নিজেই আমাকে বলেছিলেন, আপনি কোনও বিপ্লবী দলের এমন কোনও সাধারণ সম্পাদকের কথা শুনেছেন, যিনি বছরের পর বছর এমনকী পার্টি অফিসে পর্যন্ত যেতে পারেন না? খুব দুঃখের সঙ্গেই উনি এ কথা বলেছিলেন। যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর থাকত, কিন্তু শারীরিক কারণে পারতেন না। এর উত্তরে আমার মনে যা এসেছিল, তা বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমিও আপনার মতো এমন সাধারণ সম্পাদকের কথা শুনিনি, যিনি ঘরে বসে বসেই এত বড় দেশ ভারতবর্ষে দলকে পরিচালনা করছেন, সংগঠিত করছেন। কমরেডস, শুধু তাই নয়, তিনি সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এদেশেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বিস্তার ঘটিয়েছেন। এ কাজ তিনি করেছেন ঘরে বসে বসেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবিতকালেই কমরেড নীহার মুখার্জী নেতা হিসাবে সামনে এসে গিয়েছিলেন, একথা আমরা জানতাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে এত প্রবল শক্তি আছে, তা আমাদের জানা ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো মহান চিন্তাবিদ, মহান সংগঠক ও নেতার যখন জীবনাবসান ঘটল এবং গোটা বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে ও পার্টির সামনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রয়োজন দেখা দিল, তখন সে কথা আমরা বুঝলাম। ঐ গভীরতম শোকের সময়ে গোটা পার্টিকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার স্কুলজীবনের কথা বলছি, যে সময় আমি পার্টিতে প্রথম এসেছিলাম, ১৯৫১-৫২ সাল হবে, দেশজুড়ে তখন দুটি কথাই চালু ছিল — কমিউনিস্ট-কংগ্রেস, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট। বাকি কোনও পার্টির নাম ছিল না। সেই সময় ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই-র সূচনা ঘটল। এত বড় বিশাল দেশ। কেউ ভাবতেও পারেনি যে, একদিন এই পার্টির এমন প্রসার ঘটবে যে, গোটা দেশ এই পার্টির প্রতি আকর্ষিত হবে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী এ কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন, বিপ্লবী আদর্শের দিশা পেলে শোষিত জনতা আকর্ষিত হবেই।

আপনারা শুনেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের আগেই কমরেড নীহার মুখার্জী এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বয়সেও তিনি বড় ছিলেন। ওই কিশোর বয়সে আর এক কিশোরকে নেতা হিসাবে মান্য করা সহজ কথা নয়, অহংয়ে লাগার কথা। তার উপর কমরেড নীহার মুখার্জী আসার এক বছর পরে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনে এসেছিলেন। তবুও সেই সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশেষ ক্ষমতা, তাঁর উন্নত রুচি-সংস্কৃতি, তাঁর সাহসের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জী এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, ধীরে ধীরে তাঁকেই নেতা হিসাবে মেনে তাঁর সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এটা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। ব্যক্তিগত অহমবোধ পুরোপুরি না ছাড়লে এই চরিত্র অর্জন করা যায় না। অন্যের মহত্ত্ব কেউ তখনই দেখতে পায়, যখন নিজের মধ্যেও মহত্ত্ব থাকে। কমরেড শিবদাস ঘোষের মহত্ত্বের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জীরই প্রথম দৃষ্টি যায়। কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী — এঁরা পরে এসেছিলেন। তাঁরাও মহত্ত্ব দেখেই এসেছিলেন। আজও যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল এই মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব তৈরি হয় ব্যক্তিবাদের প্রভাবমুক্ত চিন্তা থেকে। ব্যক্তিবাদী চিন্তা থেকে কখনও এরকম চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের জীবনের সবকিছু যিনি গোটা সমাজের জন্য হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই এতবড় নেতা হতে পারেন। নীহার মুখার্জী এরকমই একজন নেতা ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কমরেড শিবদাস ঘোষের নামের পরেই যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, সেটি হল কমরেড নীহার মুখার্জীর নাম।

আজ আমরা বুঝতে পারছি কত বড় অভাব সৃষ্টি হয়েছে। নীহার মুখার্জীর অভাব আমরা অনুভব করছি কেন? কারণ, চরিত্রের যে উচ্চ স্তরে উনি পৌঁছেছিলেন, তা অর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের যে সংগ্রাম দরকার তার অভাব। কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছ থেকে এটাই শিখতে হবে যে, জনতার হৃদয় জয় করতে হলে আমাদের ব্যক্তিবাদের প্রভাবমুক্ত হতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের মতোই কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছেও যে-ই এসেছে, প্রেরণা নিয়ে ফিরে গেছে, উৎসাহ নিয়ে ফিরে গেছে। তাঁর শরীর যখন খুবই খারাপ, তখনও কোনও কমরেড বাইরে থেকে এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করে উৎসাহিত হয়েছেন। এত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের তেজ দেখে সকলে অবাক হয়ে যেতেন। বিপ্লবী চিন্তাধারা, বিপ্লবী সংস্কৃতি ও জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা থেকেই চরিত্রের এই তেজের সৃষ্টি হয়। শোষিত মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকেই এই প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অসুস্থতার বিরুদ্ধে শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম তিনি করে গিয়েছেন। তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন বিপ্লবের জন্য, পার্টির জন্য। সে কারণেই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। হাসপাতালে যে সমস্ত ডাক্তাররা তাঁর দেখাশোনা করছিলেন, তাঁরা জানেন, তাঁরা দেখেছেন, শেষপর্যন্ত, এমনকী যখন সংজ্ঞাহীন, তখনও সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। বিপ্লবের সঙ্গে, পার্টির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে পার্টি ছাড়া, বিপ্লব ছাড়া আর কোনও কিছুই ছিল না। এ থেকেই এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের এটাই তাঁর কাছ থেকে শিখতে হবে। আজ এটারই বড় অভাব। ব্যক্তিবাদ আজ সমাজের অগ্রগতি ও প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন, মার্কস-লেনিন-মাও সে-তুংয়ের সময়ে আজকের মতো ব্যক্তিবাদের এই চূড়ান্ত দূষিত রূপ সৃষ্টি হয়নি। ব্যক্তিবাদ আজ এমনকী ভাল মানুষদেরও নষ্ট করে দিচ্ছে। হাজার ত্যাগের পরেও চরিত্রে ব্যক্তি সম্পর্কিত এমন কিছু থেকে যাচ্ছে, যার ফলে সে প্রগতিশীল আন্দোলনে টিকতে পারছে না। এই ব্যক্তিবাদই বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এমনকী ক্ষমতা দখলের পরেও ব্যক্তিবাদ নানা সমস্যা সৃষ্টি করে, সংকটের সৃষ্টি করে — যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছে, চীনে হয়েছে। ব্যক্তিবাদ সংশোধনবাদের জন্ম দেয়। কমরেড ঘোষ বারবার দেখিয়েছেন, ব্যক্তিবাদকে যদি আমরা নির্মূল করতে না পারি, বিপ্লবী সংগ্রাম এগোবে না, সমাজ এগোবে না, বিপ্লব করা সম্ভব হবে না। পার্টির সামনে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি অর্জন ও ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্তি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, উন্নত সংস্কৃতি ব্যতীত উন্নত সিদ্ধান্ত বোঝাও সম্ভব নয়।

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রথম সাথী ছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী

চারের পাতার পর

মেনে নিলেন। দু'জনেই জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শুরু হল নতুন দল গঠনের এক কঠিন সংগ্রাম। কমরেড শিবদাস ঘোষকে বিশেষ কেউ চেনে না, জানে না। অর্থ নেই, লোকবল নেই, কোনও প্রচারযন্ত্র নেই, থাকার জায়গা নেই, খাবার সংস্থান নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে তাঁরা কাটিয়েছেন। কখনও দু'তিন দিন খাবার জোটেনি, কখনও একবেলা জুটেছে, পার্কে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়েছেন, কলকাতার কোলে মার্কেটের ছাদে কাটিয়েছেন। পয়সার অভাবে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। সর্বত্র কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথী। কমরেড নীহার মুখার্জী বুঝেছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেজন্য এক পয়সা, দু'পয়সা সংগ্রহ করা, কারও কাছ থেকে একমুঠো চাল জোগাড় করা — এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কমরেড নীহার মুখার্জী না থাকলে কমরেড শিবদাস ঘোষকে হয়ত অনাহারেই মারা যেতে হত। কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব, পুরনো সহকর্মী সকলকে একে একে এনেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে মার্কসবাদ বোঝানোর জন্য। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালানো, একটি নতুন দল গড়ে তোলা কত দুরূহ সমস্যা ছিল, এখনকার অনেকে তা কল্পনাও করতে পারবে না। এ এক বিস্ময়কর ইতিহাস। জনগণের প্রতি কতটা দরদবোধ, বিপ্লবী আদর্শের প্রতি কত নিষ্ঠা, বিপ্লবী সাধনায় কী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে এটা সম্ভব হতে পারে! সেই সময়ে কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, ছোটবেলায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পড়েছিলাম, 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, ... সকলে পারিবে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা'; কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, 'অপরে ভাবে পারিবে না যাহা, বিপ্লবের জন্য আমি করিব তাহা'। সেদিন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি সমর্থন করেও কেউ কেউ বলেছিলেন, এতবড় দেশ, এত বড় বড় দল, আপনি কিছু করতে পারবেন না। আপনার লোকবল, অর্থবল, প্রচার, পরিচিতি কিছুই নেই। আপনার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। দৃঢ়তার সাথে তার উত্তরে কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, সত্য ও আদর্শ বাদ দিয়ে কোনও কেরিয়ার আমি চাই না, আমি লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব, আমার লড়াইয়ে সত্য থাকলে ইতিহাস একদিন মূল্য দেবে। তিনি সেই সময়ে যাঁদের বোঝাতেন, তাঁদের বলতেন, হয়তো জীবদ্দশায় তেমন কিছু করতে পারব না, হয়তো আমার মতোই তোমাদেরও অনাহারে থাকতে হবে, এ অবস্থায় বিপ্লবী আদর্শের জন্য মূল্য দিতে এ জীবন গ্রহণ করবে কি করবে না, ঠিক কর। এইভাবে একজন দু'জন করে দলে এসেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ পরবর্তীকালে বলেছেন, আমরা না খেয়ে ছিলাম, এ নিয়ে আমাদের অহংকার ছিল না। কারণ, আমরা ত্যাগবাদের চর্চা করিনি। আমরা মনে করি বিপ্লবী জীবন মর্যাদার। বিপ্লবী জীবনের চেয়ে বড় মর্যাদার জীবন আর নেই। আমরা ত্যাগ করেছি একটা হীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব জীবন। তার বিনিময়ে পেয়েছি পরম মর্যাদাময় বিপ্লবী জীবন, সর্বহারা বিপ্লবী জীবন। ফলে আমাদের অভাব-অনটন, অনাহার — এ সব দেখে অনেকে ভেবেছে আমরা অনেক দুঃখকষ্টে আছি। কিন্তু তিনি বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে দুঃখময় জীবনের মধ্যে আমরা বিপ্লবী জীবনের যে পরম আনন্দের সন্ধান পেয়েছি, তা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে ও বিশাল অট্টালিকার মধ্যে থেকে অন্যেরা খুঁজে পাবে না। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রথম সাথী হয়েছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। এভাবেই ১৯৪৮ সালে দল স্থাপিত হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে কমরেড নীহার মুখার্জী সহ আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। কমরেড মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকও হন।

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্যে আমরা বলেছি, স্বাধীনতার পর এই বাংলায় যুক্ত বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার প্রশ্নে কমরেড নীহার মুখার্জীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বও শোকবার্তায় একভাবে এ কথার উল্লেখ করেছেন। ৫০-এর দশকে যখন ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় পশ্চিমবাংলায়, অনেকেই জানেন না, তখন সি পি আই-কে এই যুক্ত আন্দোলনে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই, বলশেভিক পার্টি সহ অন্যান্য দলের প্রবল আপত্তি ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে সি পি আই-এর ভূমিকা, পরবর্তীকালে রণদিভের উগ্র বামপন্থা — এইসব কারণে। কমরেড শিবদাস ঘোষ কমরেড নীহার মুখার্জীকে বললেন, সিপিআই একটা শক্তিশালী বামপন্থী দল, তাকেও যুক্ত আন্দোলনে আনতে হবে। তখন ডঃ সুরেশ ব্যানার্জী 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি একসময় কংগ্রেস নেতা ছিলেন, তখন ছিলেন পি এস পি-র নেতা। আর ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের দল সহ অন্যরা এই কমিটিতে ছিল। অন্যদিকে ডঃ ধীরেন সেনের 'খাদ্য অভিযান কমিটি'তে সিপিআই ও ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দায়িত্ব দিলেন কমরেড নীহার মুখার্জীকে, যাতে তিনি ডঃ সুরেশ ব্যানার্জীকে বোঝান, যুক্ত আন্দোলনে সিপিআইকে কেন আনা দরকার। কমরেড নীহার মুখার্জী যান, কয়েকবার বৈঠক করেন, তাঁকে রাজি করান। এরপর কমরেড নীহার মুখার্জী তৎকালীন সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক জ্যোতি বসুকে এটা জানান, তিনিও সাগ্রহে রাজি হন। এভাবেই সেদিন যুক্ত আন্দোলনে সি পি আই-এর অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়েছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশে কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রচেষ্টায়। তারপর এ রাজ্যের প্রত্যেকটি আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা হিসাবে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। দলের অভ্যন্তরে সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে কমরেড নীহার মুখার্জী সর্বদা চেষ্টা করেছেন যাতে দলের ফান্ড কোত্থেকে আসবে, কাজকর্ম কীভাবে হবে — এইসব নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে না ভাবতে হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেন কর্মী তৈরি করা, দর্শন-জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ও চর্চা, নানা জায়গায় সংগঠনের বিস্তার নিয়ে ভাবনা — এ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য বিপ্লবী রাজনৈতিক শিক্ষা সম্বলিত আলোচনাগুলি যাতে অব্যাহত থাকে এবং তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায় — এই প্রচেষ্টায় কমরেড নীহার মুখার্জী কতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তা আপনারা দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। '৬০-এর দশকের প্রথম দিকে কলকাতার পার্টি অফিসে আমাদের একটা বৈঠক হচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করছেন, পাশে কমরেড নীহার মুখার্জী ও অন্য কয়েকজন নেতা ছিলেন। উল্টোদিকে আমরা বসে শুনছি। হঠাৎ দেখি, কমরেড নীহার মুখার্জীর মাথা টলছে, চোখ বুঁজে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, খুব ব্যথা পেলেন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে দেখে। বুঝতে পারলাম, উনি যে অসুস্থ বোধ করছেন, সেটা কাউকে বুঝতে দিচ্ছিলেন না, ঠিক থাকার জন্য নিঃশব্দে লড়ছিলেন, পাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান আলোচনা ব্যাহত হয়, শেষপর্যন্ত আর পারলেন না, পড়ে গেলেন। আর একটি ঘটনা বলছি। কমরেড অনিল সেন এখানে আছেন, তিনিও জানেন। আমরা তখন অখিল মিস্ত্রি লেনের সেন্টারে থাকি। রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ খবর এল যে কমরেড শিবদাস ঘোষ ট্যাক্সিতে ফিরছিলেন, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা সব ছুটে গেলাম। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ননী গুহ সেখানে এসে গেছেন। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কমরেড নীহার মুখার্জীকেও খুব ভালবাসতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ শুয়ে আছেন। তাঁর মাথায় নানা স্থানে, কানের পাশে স্টিচ করা হয়েছে, ডাঃ গুহ সেটা পরীক্ষা করছেন। হঠাৎ ডাঃ ননী গুহ দেখতে পেলেন, নীহারবাবুর হাঁটু থেকে রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ দুর্ঘটনায় নীহারবাবুও গুরুতর চোট পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সেদিকে খেয়াল নেই, তিনি শিবদাস ঘোষকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। আমরা সবাই চমকে গেলাম। তারপর কমরেড নীহার মুখার্জীরও ট্রিটমেন্ট হল। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভালবাসার এসব দৃষ্টান্ত আমাদের মনে খুব দাগ কেটে আছে (আবেগে গলা রুদ্ধ হয়ে আসে)।

কমরেড শিবদাস ঘোষ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মারা গেলেন। আমাদের সকলেরই তখন কী অবস্থা! চতুর্দিকে কান্নার রোল। শুধু একটি মানুষ কাঁদেননি, তিনি কমরেড নীহার মুখার্জী। আমাদের সকলের কান্না বুকে নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। যদিও আমরা বুঝতে পারছিলাম, তাঁর ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, এবং এর কিছুদিন বাদেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। ঐ অবস্থায় দল তাঁকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিল, কারণ কমরেড শিবদাস ঘোষের পরেই আমাদের বুকে ছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। এ নিয়ে কোনও আলোচনাও করতে হয়নি। তাঁর ভূমিকা, তাঁর চরিত্র সবকিছু নিয়ে তিনিই সকল নেতা-কর্মীদের চিন্তা-চেতনায় পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এসে গেলেন।

১৯৭৬ সালের পর কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে বহু রাজ্যে দলের বিস্তার হয়েছে। আজকে দু-চারটে রাজ্য বাদ দিলে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ঝাণ্ডা উড়ছে। কয়েক হাজার আমাদের হোলটাইমার। শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মধ্যবিত্ত মহিলা অনেকেই দলে যুক্ত হচ্ছেন। গণসংগঠনগুলির শক্তিও বেড়েছে। এসবই ঘটেছে কমরেড মুখার্জীর সুযোগ্য নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ '৭৪-'৭৫ সালে অসুস্থ শরীর নিয়েই ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে ঘুরছিলেন। তখন হিন্দিভাষী এলাকায় আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। দক্ষিণপন্থীরা তার নেতৃত্বে চলে গেছে। সেখানে বামপন্থী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার, পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু সিপিএম সহ কোনও দলকে আমরা রাজি করাতে পারিনি। কারণ তারা তলায় তলায় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ নানা রাজ্যে ঘুরছেন, বিপ্লবী ধারায় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছেন। ডাক্তাররা বলেছেন, আপনি বিশ্রাম নিন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিখ্যাত উক্তি — আই অ্যাম এ রেভোলিউশনারি, আই ক্যান নট রেস্ট, আই একজিস্ট, আই ব্রিদ ফর রেভোলিউশন। '৭৫-এ তিনি বীরভূম জেলার সিউড়িতে পশ্চিমবাংলার যুবশক্তিকে এক কনভেনশনে আহ্বান জানালেন — অন্যান্য দল যদি রাজি না থাকে, একাই আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই কনভেনশনে জয়প্রকাশ নারায়ণও উপস্থিত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৪/৫ দিনের মধ্যেই জরুরি অবস্থা জারি হয়ে যায়। ঐ জরুরি অবস্থার মধ্যেও, অসুস্থ শরীর নিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ বিভিন্ন রাজ্যের ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সংগঠকদের ডেকে বৈঠক করে বললেন, আবার আন্দোলনের জোয়ার আসবে, তোমরা প্রস্তুত হও। এক বছর না কাটতেই '৭৬ সালের ৫ আগস্ট তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে কয়েক বছর ধরে নানা জনসভায়, কর্মীসভায় কমরেড ঘোষ গভীর উদ্বেগে-আবেগে বলতেন, বার বার গণআন্দোলনের জোয়ার আসছে, গমকে গমকে ফেটে পড়ছে, মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, রক্ত ঝরছে, কিন্তু সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে বার বার আন্দোলন ব্যর্থ হচ্ছে, বিপথগামী হয়ে জনগণ ভোটসর্বস্বতায় নিমজ্জিত হচ্ছে। ফলে শুধু আদর্শগত ভাবে নয়, সাংগঠনিক ভাবেও দলকে শক্তিশালী করতে হবে, দ্রুত নেতৃত্বে যাওয়ার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে।

১৯৭৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে আমাদের দল বহু গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে, এখনও গড়ে তুলছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে সে দায়িত্ব কমরেড নীহার মুখার্জী পালন করে গেছেন। যদি অন্যরা আন্দোলনে না আসে আমরা একাই দায়িত্ব পালন করব—এই ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের আহ্বান। সেটাকে বাস্তবায়িত করলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতবর্ষের বহু রাজ্যেই মানুষ দেখছে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মীরা কীভাবে বুকের রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে জনগণের নানা দাবি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে।

দলের কর্মীরা জানেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালে পার্টি গঠনের কনভেনশনে ফর্মালি কোনও কনস্টিটিউশন গ্রহণ করাননি। কারণ তিনি সংবিধানের নিয়ম-শৃঙ্খলা উপর থেকে শুরুতেই চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কনভেনশনাল প্র্যাক্টিসের মাধ্যমে নিয়ম-শৃঙ্খলা কর্মীদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হোক। তারপর একটা পর্যায়ে পার্টি কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে সংবিধান গ্রহণ ও দলের সাংবিধানিক কাঠামো দেওয়া হবে। এই কংগ্রেস করার দিকেই তিনি এগোচ্ছিলেন, কিন্তু আকস্মিক অকাল মৃত্যুর জন্য তিনি করে যেতে পারলেন না। সেটাই সফল করলেন কমরেড নীহার মুখার্জী ১৯৮৮ সালে দলের প্রথম কংগ্রেসের মাধ্যমে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের আর একটি স্বপ্ন ছিল, ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চার জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা। কমরেড নীহার মুখার্জী সেটা রূপায়িত করেছেন। ঘাটশিলায় আমাদের দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। দলের কর্মীদের জন্য এবং বিশেষভাবে আগামী প্রজন্মের কর্মীদের জন্য ঘাটশিলা সেন্টারে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা মূর্তি স্থাপন করিয়েছেন কমরেড নীহার মুখার্জী, যা বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের দলেরই পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য বিশিষ্ট ভাস্কর কমরেড তাপস দত্ত সেই মূর্তি গড়েছেন। কমরেড নীহার মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে, সম্পাদনায় কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান আলোচনাসমৃদ্ধ 'সিলেক্টেড ওয়ার্কস' কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, আরও হবে। প্রতিটি গণআন্দোলনে বারবার কমরেড শিবদাস ঘোষ গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে 'গণকমিটি' গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটিগুলি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আগামী দিনে বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সেগুলি কাজ করতে পারে, মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শ, চেতনা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিকল্প জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে যেন সক্ষম হয়। প্রতিটি গণআন্দোলনে এই শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড নীহার মুখার্জী আমাদের গাইড করে গেছেন।

আপনারা শুনেছেন, কী জটিল পরিস্থিতিতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার

সাতের পাতায় দেখুন

স্মরণ সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

ছয়ের পাতার পর

গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখন সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, চীনেও সমাজতন্ত্র বিপন্ন। আফগানিস্তান সহ কয়েকটি দেশ আক্রান্ত, ইরাকও আক্রমণের মুখে, নানা দেশে আমেরিকা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পতন হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী প্রতিরোধ নেই। কমরেড নীহার মুখার্জী বুঝলেন, আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে আমাদের একটা ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব আছে। তিনি দেখেছেন ১৯৪৮ সালে যখন কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রায় গাছতলায় বসে পার্টি গড়ছেন, সেই সময়ও একজন মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে তাঁর মূল্যবান মার্কসবাদী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন। অসাধারণ সেই বিশ্লেষণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, এ কথা ঠিক, কিন্তু আদর্শগত মানের সেই তুলনায় অগ্রগতি না হওয়ার জন্য এই আন্দোলনের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে যে সম্পর্ক হওয়ার কথা, তার পরিবর্তে বহুলাংশে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে সেটা বিপদ সৃষ্টি করবে। বিংশতি কংগ্রেসে স্ট্যালিনকে যখন আক্রমণ করছে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ, বিশ্বে প্রথম কমিউনিস্ট নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এ আক্রমণ শুধু স্ট্যালিনকে নয়, এ আক্রমণ লেনিনকে, লেনিনবাদকে। কারণ স্ট্যালিনের কাছ থেকেই আমরা লেনিনবাদ শিখেছি এবং মহান স্ট্যালিনকে আক্রমণ করার পথেই সংশোধনবাদ ও পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের বিপদ আসবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ও কমরেড শিবদাস ঘোষ বলিষ্ঠভাবে কমরেড মাও সে-তুংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমৃদ্ধ করার জন্য মূল্যবান বিশ্লেষণ রেখেছিলেন তার কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করে। এগুলো কমরেড নীহার মুখার্জী জানতেন। ফলে তিনি বুঝেছিলেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)কে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে বিশ্বের এই দুঃসময়ে। তিনি দেশে দেশে আমাদের দলের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি এবং কমিউনিস্ট শক্তিগুলির সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে উঠেছে আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যখন অধঃপতিত হয়ে গেল, সংশোধনবাদী হয়ে গেল, লেনিন তখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুলেছিলেন। সেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বই রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, বিশ্বে শক্তিশালী সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আজ আবার বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। হতাশা, নিরাশা, ভাঙন ব্যাপক। এই সময়ে আবার বিশ্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির সংযোগ- স্থাপন ও ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগটা কমরেড নীহার মুখার্জী নিয়েছিলেন। এতগুলো শোকবার্তা আপনারা শুনেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি পাঠিয়েছে। বুঝতেই পারছেন, তাদের সাথে আমাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্নে চিন্তার আদানপ্রদান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান ও সংহতি গড়ে তোলা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এ যুগের উন্নততর প্রকাশ শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দেশে দেশে পৌঁছে দেওয়া — কমরেড নীহার মুখার্জীর ঐতিহাসিক অবদান হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ছিল, সর্বহারা বিপ্লবী হতে হলে আগে বিগত যুগের বড় মানুষদের জীবন ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আজও আমাদের দলে এ একটা জীবন্ত আন্দোলন হিসাবে চলছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, তাঁর নিজের জীবনেও তিনি যা করেছিলেন, তা হচ্ছে, সর্বহারা বিপ্লবী হতে হলে প্রথমে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের মানবতাবাদী মূল্যবোধের যেটা আপসহীন বলিষ্ঠতম সুর, তার নির্যাসকে নিজেদের চরিত্রে আয়ত্ত করতে হবে। সে জন্য আমাদেরও শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, নবজাগরণের মনীষীদের, আপসহীন ধারার সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নাও, তারপর এঁদের স্তর অতিক্রম করেই একমাত্র সর্বহারা চরিত্র অর্জন করতে পারা সম্ভব। সর্বহারা চরিত্র বলতে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লব, দল ও সমাজের স্বার্থের সাথে একাত্ম হওয়া। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বিপ্লবের স্বার্থের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না। চরিত্রের ও সংস্কৃতির এই মান অর্জন না করলে মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধিও হবে না। দলের মধ্যে এই সংগ্রামকে অব্যাহত রেখেছেন কমরেড নীহার মুখার্জী। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে আমাদের দল যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্যাসাগর মৃত্যুশতবার্ষিকী, শরৎচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী, ক্ষুদিরাম-নেতাজী-নজরুলের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

আমরা জানি, রাশিয়া, চীনে অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র শক্তিশালী ছিল, রাজনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শক্তিধর ছিল, বিভিন্ন দিক দিয়ে অগ্রগতিও ঘটেছিল, এতদসত্ত্বেও সংকট এল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদের মূল সুর — সমাজের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ, এটা রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করেছিল। কিন্তু এই মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ছিল, যেটাই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্টেবিলিটি আসার পর 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' হিসাবে নতুন সংকট সৃষ্টি করল, সংশোধনবাদ ও পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের বিপদ নিয়ে এল। আর আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি অবস্থান করছে ভারতবর্ষের মতো একটা পুঁজিবাদী দেশে, যেখানে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে চলে গেছে। সে আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। তার রাজনীতি পুঁজিবাদী, সংস্কৃতি পুঁজিবাদী। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে আমাদের দলের অবস্থান। সমাজের যে সব পরিবার থেকে আমাদের দলের কর্মীরা আসছে, সেখানেও তো প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী চিন্তারই প্রভাব। এই অবস্থায় দলের অভ্যন্তরে যাতে বুর্জোয়া চিন্তা, ভাবধারা, সংস্কৃতির প্রভাব না থাকে, ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, স্নেহ-মায়া-মমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কোথাও যাতে কোনও দুর্বলতা, কোনও আপস না থাকে, তার জন্য একটা সর্বাত্মক সংগ্রাম কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জীও এই সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তারই পরিণতিতে তিনি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত থাকবেন। খুব চেষ্টা করছিলেন যাতে একটু উঠতে পারেন, যেতে পারেন। আমরাও আশা করেছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা, তিনি পারলেন না। আপনারা জানেন, দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বাইপাস সার্জারি হয়। তিনবার হার্ট ব্লক সরাতে স্টেইনটিং করতে হয়। বারবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হাঁটতে পারতেন না, ভালভাবে হাত-পা নাড়তেও পারতেন না। তাঁকে খাইয়ে দিতে হত, এ রকমই ছিল অবস্থা। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের যৌবন, চিন্তার যৌবন ছিল অটুট, ক্রমাগত তা বিকশিতও হয়েছে। এ একটা বিরাট সংগ্রাম। এভাবেই তিনি দলকে পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এবার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে আবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। হাসপাতালে থেকেও লড়েছেন, যদি শেষের দিকেও পার্টি কংগ্রেসে যাওয়া যায়। কিন্তু পারলেন না। আমাদের তিনি নির্দেশ পাঠালেন পরিচালনার, সেভাবেই আমরা পরিচালনা করেছি। হাসপাতাল থেকে প্রতি রাত্রে খবর নিতেন। ১৫ নভেম্বর যেদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশন শেষ হয়, রাত্রি ১১টা ১৭ মিনিটে হাসপাতাল থেকে ফোন এল, কমরেড নীহার মুখার্জী কিছু বলতে চান। খবর নিলেন সবকিছু, শেষে বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও, তোমাদের রেড স্যালুট। বুঝলাম, তিনি বুঝেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। এই রেড স্যালুট সমস্ত দলকে তিনি দিয়েছিলেন। তারপরও আবার আমরা আশা ফিরে পেলাম। হাসপাতাল থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আবার অসুস্থ হলেন, আবার হাসপাতালে যেতে হল। কয়েকদিন বাদে ফিরে এলেন। আবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই তাঁর জীবনাবসান ঘটল। এই যে লড়াই, মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও পার্টির প্রয়োজনে রোগের বিরুদ্ধে তাঁর যে কঠিন লড়াই, সেটাও আমাদের কাছে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কলকাতার বিশিষ্ট ডাক্তাররাও বিস্মিত, শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়েছেন। আমাকে একজন ডাক্তার বলেছেন, নিদারুণ যন্ত্রণাময় এই রোগেও কিন্তু কমরেড নীহার মুখার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি পাইনি। এই যন্ত্রণায় সাধারণ রোগীরা আর্তনাদ করে, দেওয়ালে মাথা পর্যন্ত ঠোকে। তিনি কিন্তু নিঃশব্দে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে বাঁচবার জন্য অসাধারণ লড়াই করেছেন। যদিও রোগজীর্ণ এই পঙ্গু শরীর নিয়ে বেঁচে থাকাও তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল, কিন্তু তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন আমাদের জন্য, আরও কিছুদিন আমাদের মধ্যে থেকে যাতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের গাইড করতে পারেন। হাসপাতালে ওই যন্ত্রণার মধ্যেও, মুখ-চোখ ধীর স্থির শান্ত, অসম্ভব সহনশক্তি। ডাক্তার-নার্সরা বার বার বলেছেন, এত সহ্যশক্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের প্রতি এই প্রশ্নহীন আনুগত্য, এর আগে কারও ক্ষেত্রে আমরা দেখিনি। কোথা থেকে কমরেড নীহার মুখার্জী এই শক্তি পেয়েছিলেন? তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় গড়ে ওঠা এক মহান বিপ্লবী। তিনি জানতেন মার্কসবাদ একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন। সে জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অটুট। আবার তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষকেও দেখেছেন, '৭২ সালে মৃত্যুর সাথে কীভাবে তিনি লড়াই করেছেন। সে বার কমরেড শিবদাস ঘোষের বাঁচার কথা ছিল না। তখন প্রায় দিন-রাত কমরেড নীহার মুখার্জী পাশে থাকতেন, হাসপাতালে থাকতেন। সেবার কোনও ক্রমে কমরেড শিবদাস ঘোষ বেঁচে আসেন। প্রায় মৃত্যুর মুখে রোগশয্যায় থেকেও কিন্তু শিবদাস ঘোষের চোখ-মুখে কোনও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ছিল না। '৭৬ সালে কমিউনে কমরেড শিবদাস ঘোষ যেদিন মারা যান, পরপর কয়েক বার হার্ট অ্যাটাক হল। তিনি নিঃশব্দে শুয়ে আছেন। চোখ-মুখে কোনও যন্ত্রণার প্রকাশ ছিল না। মৃত্যুর আগে ডাঃ ননী গুহ পাশে বসে কেঁদে ফেলেছিলেন। ডাঃ গুহর বুকে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কমরেড নীহার মুখার্জী তখন পাশে দাঁড়িয়ে। এবার একই ভাবে সংগ্রাম করতে দেখলাম কমরেড নীহার মুখার্জীকেও। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একটা দুঃসাধ্য বিপ্লবী সংগ্রাম করলেন, যেমন করেছেন সারা জীবন পার্টির ক্ষেত্রে। এটা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর গলায় টিউব ঢোকানো হয়। ফলে আর তো কথা বলতে পারবেন না। শেষ সময়ে আমাদের কিছু বলার জন্য খোঁজ করেছিলেন। ডাক্তাররা বললেন, সময় নেই, ওঁদের আসতে সময় লাগবে। শেষবারের মতো কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। এটা কত দুঃখের! (কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়)।

অবশ্য কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আমরা জানি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের যে আহ্বান বারবার আমাদের কাছে ছিল, কমরেড নীহার মুখার্জীও সারা জীবন সেগুলি আমাদের বার বার স্মরণ করিয়েছেন। আমরা যাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার নিরন্তর চর্চা করি, আমাদের চেতনার মান যাতে ক্রমাগত উন্নত করি, আমরা যাতে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রামকে আরও ক্ষুরধার করতে থাকি, আমরা যাতে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে যৌথ চিন্তা, যৌথ নেতৃত্ব এবং সমস্ত স্তরে বডি ফাংশনিংকে জীবন্ত রাখি, আমরা যাতে সর্বহারা আর্ন্তজাতিকতার ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে বহন করে যাই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাই, আমরা যাতে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ঐক্যকে গড়ে তোলার উদ্যোগকে আরও জোরদার করি, আমরা যাতে দেশের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে তীব্রতর করে গড়ে তুলি, এই প্রক্রিয়ায় গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং আগামী দিনে বিপ্লবের হাতিয়ারগুলি গড়ে তুলি — এই কথাই বারবার তিনি বলেছেন। আর যেটা বারবার আমাদের সকলকে বলতেন, তা হল, সকলে মিলেমিশে কাজ করবে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি, বলেছিলেন, তোমরা পাঁচজন পলিটব্যুরোর মেম্বার এক মানুষের মতো দাঁড়াবে, তোমরা কেন্দ্রীয় কমিটিও এক মানুষের মতো দাঁড়াবে। রাজ্য কমিটিগুলি যাতে এক মানুষের মতো দাঁড়ায়, গোটা দল যাতে এক মানুষের মতো দাঁড়ায় তা দেখবে। আসুন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা নিই, কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি কমরেড নীহার মুখার্জীর এই আহ্বানকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এটাই তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

২। প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক

৩। মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৪। প্রকাশকের নাম ঃ
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৫। সম্পাদকের নাম ঃ
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৬। স্বত্বাধিকারী ঃ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী

১-৩-২০০৯ প্রকাশকের স্বাক্ষর

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

স্মরণসভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

পাঁচের পাতার পর

উন্নত সংস্কৃতির অর্থ কী? এর অর্থ হল, ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

অবজেকটিভ ট্রুথ, অর্থাৎ যাকে আমরা সত্য বলি, তা কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, এমনকী মানুষের অস্তিত্বের উপরেও নির্ভর করে না। যেমন এই মাইক্রোফোনটা কাজ করছে। আমি এটা এখন ব্যবহার করছি। এটা আপনিও পারেন, যে কেউই পারে। আমি যদি মরেও যাই, এটা কাজ করবে। আমি থাকি না থাকি, এ কাজ করবে। একে বলা হয়, 'অবজেকটিভ ল'। এই অবজেকটিভ ল জানতে গেলে আমাদের ব্যক্তিবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে। বড় বড় বিজ্ঞানী, যাঁরা প্রাকৃতিক নানা নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁরা যদি ব্যক্তিবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত না হন, ল্যাবরেটরিতে যদি তাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ না করেন, তাহলে তাঁরা তা করতে পারবেন না।

প্রথমত, ব্যক্তিবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়ত, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাপদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাপদ্ধতি যদি আমরা গ্রহণ না করি, সত্য আমরা খুঁজে পাব না। সত্য না থাকলে বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সত্য আমাদের চাই। এই সত্য পেতে হলে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বই পড়ে আপনারা এ সব জানতে পারেন, কিন্তু শুধু বই পড়ে হবে না, জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আপনারা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতে ভাবেন এবং আচরণ করেন — যাকে আমরা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বলি, তবেই তা একদিন চিন্তায় রূপ নেবে। চিন্তা থেকে আচরণ, আবার আচরণ থেকে চিন্তা — এ দুটো অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কমরেড নীহার মুখার্জী এ জিনিস আত্মস্থ করেছিলেন কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। উনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতেন, আচরণও করতেন। এই কারণেই কমরেড নীহার মুখার্জী ঘরে বসেই পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। ১৯৯৭-৯৮-এর পরে কোনও রাজ্যে তিনি যেতে পারেননি, এমনকী পার্টি অফিসে পর্যন্ত যেতে পারেননি। এটা তাঁর পক্ষেই স্বাভাবিক, যিনি ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। কমরেড নীহার মুখার্জীর সমস্ত আচার-আচরণ, চিন্তা-কর্মপদ্ধতি সবকিছুই ছিল যৌথ।

আজ, আমি শুধু এটুকু বলব কমরেড, বিপ্লব আজ আর বেশি দূরে নয়। রাজ্যে রাজ্যে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি, প্রতিটি রাজ্যে, যেখানেই এস ইউ সি আই-র কথা যাচ্ছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা আমরা যেমন ভাবেই হোক নিয়ে যেতে পারছি, সাধারণ কমরেডরা অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই সে কথা নিয়ে যান, তাতেও মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছেন। আজ সারা দেশে সিপিআই, সিপিএম-এর মতো বামপন্থী পার্টিগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি ঘটেছে। এই দলগুলিকে তারা ঘৃণা করে। বুর্জোয়া দলগুলি — সে কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, টিডিপি বা ডিএমকে হোক, লালুর দলই হোক বা মায়াবতীর, কিংবা মুলায়মের পার্টি — কেউ এদের উপর ভরসা করে না। কিন্তু গোটা দেশে যেখানেই এস ইউ সি আই-র কাজ আছে, সেখানেই এই পার্টির উপর মানুষের ভরসা আছে। এই পার্টির উপর তাদের আশা আছে, আস্থা আছে। তারা মনে করে, এই পার্টিটাই কিছু করতে পারবে। আমাদের পার্টিকে গভীরভাবে তারা বোঝে। এর দ্বারা যদি কেউ মনে করেন, আমাদের রাজনৈতিক লাইনও তারা বোঝে, তা কিন্তু আদৌ নয়। কিন্তু যে সংস্কৃতি এই পার্টিতে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটাই তাদের মনে এই পার্টি সম্পর্কে ভরসা তৈরি করছে। সমাজে এই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বড় অভাব, তাই এর জন্য আকাঙ্ক্ষাও প্রচুর। তাই এই পার্টির প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। দেশের মাটি থেকে রস গ্রহণ করে মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সংস্কৃতির রূপ দিয়েছিলেন, যাকে কমরেড নীহার মুখার্জী গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, দেশ ভেঙে পড়ছে — ভৌগোলিক ভাবে নয়, জাতপাত-সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে জনতার ঐক্যে ভাঙন ধরছে, প্রাদেশিক ভেদাভেদ তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করছে। তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন, ঐ সমাবেশের মধ্যেই এক নতুন ভারত — ঐক্যবদ্ধ ভারত জন্ম নিচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে কোন চিন্তা নিয়ে? জন্ম নিচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে, যার প্রসার ঘটিয়েছেন কমরেড নীহার মুখার্জী। নতুন এক রুচি, নীতি-নৈতিকতার আধারে ঐক্যবদ্ধ শোষিত জনগণের এক নতুন ভারত জন্ম নিচ্ছে। গোটা দেশ সেই দিকে যাচ্ছে, আমি দেখছি। আপনারা সাড়া দেবেন না? যদি আপনাদের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে বিপ্লব বেশি দূরে নয়। ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়া, পার্টিজীবন আর নিজের জীবনকে এক করার সংগ্রাম, যা কমরেড শিবদাস ঘোষ শুরু করেছিলেন, কমরেড নীহার মুখার্জী এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তা আমাদের জীবনেও প্রয়োগ করতে হবে। এ যদি আমরা করতে পারি, হাজারো, লাখো কমরেড এক হয়ে যদি তা করতে পারি, তাহলে আমি বলছি, বিপ্লব বেশি দূরে নেই। কমরেড নীহার মুখার্জীর অভাবে আজ যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তাও পূর্ণ হয়ে যাবে। কমরেড মুখার্জী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, উনি আর বেশিদিন থাকবেন না। তাই রিভাইটালাইজেশন-কনসোলিডেশনের সংগ্রাম শুরু করার ডাক তিনি দিয়েছিলেন। আমরা সেই সংগ্রামের কিছু অংশ পূর্ণ করেছি, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে, অসম্পূর্ণ আছে। এটা আমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে। যদি আমরা আন্তরিক ভাবে রিভাইটালাইজেশন-কনসোলিডেশনের সংগ্রামকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবেই কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে। এটাই আমাদের করতে হবে। এ কথা বলে, মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড নীহার মুখার্জীকে লাল সেলাম জানিয়ে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি।

৩ মার্চ, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের স্মরণসভা

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

দুয়ের পাতার পর

তাৎপর্য ও সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়তার সাথে মনে করে, তাঁর এই রচনাবলী দলের অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি স্মরণ করছে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ও প্রত্যক্ষ পথনির্দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারা উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে কমরেড নীহার মুখার্জী আমৃত্যু অটল থেকে সকল প্রশ্নে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মূর্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের পথ দেখাবে। এই প্রক্রিয়াতেই বিপ্লব, দল ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার দ্বারা তিনি একজন মহান বিপ্লবী নেতার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি শপথ করছে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সমস্ত প্রকার ব্যক্তিবাদের প্রভাবমুক্ত উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন, যৌথ সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে দল পরিচালনা এবং দলের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার যে শিক্ষা কমরেড নীহার মুখার্জী আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন, আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তা রক্ষা করার চেষ্টা করব।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম
মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী লাল সেলাম।

পেট্রল-ডিজেল ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে লালমোহন টুডু হত্যার তদন্ত ও খুনিদের শাস্তি সহ ১২ দফা দাবিতে

১৫ মার্চ রাজ্যব্যাপী আধঘণ্টা পথ অবরোধ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কমরেড সৌমেন বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক

৪ মার্চ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এক সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র ডাকে

২৯ মার্চ

সারা বাংলা শিক্ষা কনভেনশন

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, সকাল ১০টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in